গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
(শৃঙ্খলা ও তদন্ত উপশাখা)
১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি,
বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০।
www.dife.gov.bd

নম্বর: ৪০.০১.০০০০.০০০.০০০.৯৯.০০২৪.২৪- ১৩০৬

তারিখ: ১১ ফাল্গুন ১৪৩২ / ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬

দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহী (সংযুক্ত- উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর)-এ কর্মরত থাকাকালীন আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তর কর্তৃক ২৫-০৪-২০২৪ খ্রি. হতে ২৫-০৮-২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বহি:বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। বর্ণিত ছুটির মেয়াদ সমাপ্ত হলেও আপনি কর্মস্থলে যোগদান না করায় ২১-১১-২০২৪ খ্রি. তারিখে ৪০.০১.০০০০.০০০.৯৯.০২৪.২৪.১০৯ নম্বর স্মারকে আপনাকে কারণ দর্শানো হয়। উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে ২৭-১১-২০২৪ খ্রি. তারিখে আপনি ছুটির মেয়াদ বর্ধিতকরণের আবেদনসহ একটি জবাব দাখিল করেন। বর্ণিত জবাবের প্রেক্ষিতে আপনার বহি:বাংলাদেশ ছুটি বর্ধিতকরণের আবেদন নামঞ্জুরকরত: দেশে প্রত্যাবর্তন করে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য ০৬-০১-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৪০.০১.০০০০.০০০.৯৯.০২৪.২৪.৪ নম্বর স্মারকে পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও আপনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি। ফলশ্রুতিতে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও বিধি ৩(গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর-০২/২০২৫ রুজুপূর্বক আপনার বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা ও ব্যক্তিগত ই-মেইল মারফত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণের মাধ্যমে শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও আপনি কোনো লিখিত জবাব দাখিল করেননি কিংবা কর্মস্থলে যোগদান করেননি;

০২। যেহেতু, বর্ণিত মামলায় (বিভাগীয় মামলা নম্বর-০২/২০২৫) নিয়োগকৃত তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আপনাকে একাধিকবার ব্যক্তিগত শুনানিতে আহ্বান করা সত্ত্বেও আপনি শুনানিতে উপস্থিত হননি; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতের আলোকে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) মোতাবেক 'পলায়ন (desertion)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

০৪। সেহেতু, আপনার এহেন কার্যকলাপের জন্য আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) মোতাবেক 'পলায়ন (desertion)' এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। এমতাবস্থায়, উক্ত অপরাধের দায়ে কেনো আপনাকে উল্লিখিত বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক **'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ'** দন্ড প্রদান করা হবে না- একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে তার জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি: তদন্ত প্রতিবেদন- ০৩ (তিন) পাতা।

২৪/০২/২৬

(ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
+৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০২ (ফোন)
+৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০৩ (ফ্যাক্স)
ig@dife.gov.bd

প্রাপক:
জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর,
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহী, (সংযুক্ত-
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর)

স্থায়ী ঠিকানা:
জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
পিতা: জনাব মোঃ আব্দুল মতিন
গ্রাম: জয়পুর; ডাক: খলিলপুর-৩৫৩১; উপজেলা: দেবীদ্বার,
কুমিল্লা।

নম্বর: ৪০.০১.০০০০.০০০.০০০.৯৯.০০২৪.২৪-৯৩৩৬/১(৯)

তারিখ: ১১ ফাল্গুন ১৪৩২
২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬

জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। যুগ্ম মহাপরিদর্শক, প্রশাসন অধিশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা;
২। উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, গাজীপুর;
৩। উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজশাহী;
৪। উপমহাপরিদর্শক, মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর;
৫। উপমহাপরিদর্শক, প্রশাসন শাখা; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর;
৬। সহকারী মহাপরিদর্শক (স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক), মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৭। জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)-এর ব্যক্তিগত নথি;
৮। শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ); এবং
৯। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

২৪/০২/২৬

(ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)

তদন্ত প্রতিবেদন:

জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহী, (সংযুক্ত- উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং- ০২/২০২৫ এর তদন্ত প্রতিবেদন

তদন্তের বিষয়:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরাধীন উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহী (সংযুক্ত: উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর)-এ পদায়িত শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন-কে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২৫-০৪-২০২৪ খ্রি. তারিখের ৪০.০১.০০০০.১০১.০৮.০১১.১৮.৩০৯ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ২৫-০৪-২০২৪ হতে ২৫-০৮-২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত উক্ত কর্মকর্তার বহি:বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। আদেশ অনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তার মঞ্জুরকৃত বহি:বাংলাদেশ ছুটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি। ফলশ্রুতিতে, ২১-১১-২০২৪ খ্রি. তারিখে ৪০.০১.০০০০.০০০.৯৯.০২৪.২৪.১০৯ নম্বর স্মারকে তাকে কারণ দর্শানো হয়। উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৭-১১-২০২৪ খ্রি. তারিখের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি জবাব দাখিল করেন, যা উপমহাপরিদর্শক, গাজীপুর কর্তৃক ১৭/১২/২০২৪ তারিখে প্রধান কার্যালয়ে অগ্রায়ন করা হয়। উপর্যুক্ত জবাবে- অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ছুটির মেয়াদ বর্ধিতকরণের জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু উক্ত কর্মকর্তার বহি:বাংলাদেশ ছুটি বর্ধিতকরণের আবেদন নামঞ্জুরকরত: দেশে প্রত্যাবর্তন করে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য ০৬-০১-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৪০.০১.০০০০.০০০.৯৯.০২৪.২৪.৪ নম্বর স্মারকে পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও তিনি অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান করেননি। তার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ- সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) ও বিধি ২(চ)-তে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর পর্যায়ভূক্ত এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৩(খ) ও বিধি ৩(গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতদবিষয়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ০২/২০২৫ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। তিনি অভিযোগ নামার বিষয়ে কোন জবাব দাখিল করেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানির আগ্রহও প্রকাশ করেননি।

বর্ণিতাবস্থায়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) মোতাবেক ০৬/১০/২০২৫ তারিখের ৪০.০১.০০০০.০০০.১০১.২৭.০০৩.১৭.১১২ নং স্মারকে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং একই বিধিমালার ৭(৪), ৭(৮) এবং বিধি ১১ মোতাবেক তদন্তকার্য পরিচালনা করা হয়। এ তদন্তকার্য পরিচালনাকালে সরকার পক্ষের মামলা উপস্থাপনকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ মোট ০৭ জনের বক্তব্য/সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

তদন্তের বিবেচ্য বিষয়

(ক) অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহী, (সংযুক্ত- উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর) মঞ্জুরকৃত ২৫-০৪-২০২৪ হতে ২৫-০৮-২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত বহিঃবাংলাদেশ ছুটি সমাপ্ত হলেও বিভাগীয় মামলা রুজুর সময় পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন কী না,

(খ) সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিকে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে কী না।

সাক্ষীগণের বক্তব্য:

জনাব আহমেদ বেলাল, প্রাক্তন উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর (বর্তমান কর্মস্থল- উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল)- তার লিখিত বক্তব্যে বলেছেন যে- জনাব সাখাওয়াত হোসেন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর গত ২৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখের ৪০.০১.০০০০.১০১.০৮.০১১.১৮.৩০৯ প্রজ্ঞাপনের আলোকে ০২ মে ২০২৪ হতে ০১ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত ৪ (চার) মাসের বহি:বাংলাদেশ ছুটি নিয়েছিলেন। ছুটি শেষ হলেও কর্মস্থলে যোগদান না করায় তাকে ০৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখের ৪০.০১.৩৩০০.০০০.১১.০২৬.১৭.৩৩১৭ নং স্মারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন সে নোটিশের জবাব দেননি কিংবা কর্মস্থলেও আসেননি। পরবর্তীতে ২৪/১১/২০২৪ তারিখের ৪০.০১.৩৩০০.০০০.১১.০২৬.১৭.৯৪৯ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

জনাব জুয়েল মিয়া, শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি), উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর জানান- তার জানামতে জনাব সাখাওয়াত হোসেন গাজীপুর কার্যালয়ে সংযুক্তিতে কর্মরত ছিলেন, তার মূল কর্মস্থল রাজশাহী। তার (সাখাওয়াত) স্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। তিনি চার মাসের ছুটিতে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। অদ্যাবধি অফিসে আসেননি। তিনি (সাখাওয়াত) ২০২৪ সালের মে মাসের ২ তারিখে অবমুক্তি নিয়ে গিয়েছিলেন।

জনাব মো. এনামুল হক, উচ্চমান সহকারী, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর বলেন- মো: সাখাওয়াত হোসেন, ওনার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা হওয়ায় এবং গর্ভকালীন অসুস্থতার সময়ে পাশে থাকার উদ্দেশ্যে চার মাসের ছুটি নিয়ে মে ২০২৪ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও তিনি কর্মস্থলে না আসায় ০৪/০৮/২০২৪ তারিখে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ করা হয়। সে নোটিশের জবাব দেননি। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয় থেকে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিলে তিনি ২৭/১১/২০২৪ তারিখে নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং তিনি ছুটি বর্ধিতকরণের অনুরোধ করেন। কিন্তু উর্ধতন কর্তৃপক্ষ তার অতিরিক্ত ছুটি মঞ্জুর করেননি। তিনিও (সাখাওয়াত) অদ্যাবধি কর্মস্থলে আসেননি।

জনাব সম্রাট, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২০২৩ সাল হতে গাজীপুর কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। তিনি জানান- জনাব সাখাওয়াত হোসেনের স্ত্রী অসুস্থ হওয়ায় মে ২০২৪ এ ছুটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান। অদ্যাবধি ফিরে আসেননি। বিস্তারিত জানা নেই।

মো: রাসেল, অফিস সহকারী জানান- মোঃ সাখাওয়াত এর স্ত্রী অসুস্থ হওয়ায় ৪ (চার) মাসের ছুটি নিয়েছিলেন, অদ্যাবধি আর অফিসে ফিরে আসেননি। তার সাথে কোনও যোগাযোগ হয়নি।

সরকারপক্ষের মামলা উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, অভিযুক্ত কর্মচারীর কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়েছিল কিন্তু অভিযুক্ত কর্মচারী কোন জবাব প্রদান করেননি এবং শুনানীতে উপস্থিত হওয়ারও কোন আগ্রহ ব্যক্ত করেননি।

জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম, উপমহাপরিদর্শক, রাজশাহী জানিয়েছেন- তিনি কর্মরত থাকাকালে মো: সাখাওয়াত হোসেন মূল কর্মস্থল রাজশাহীতে কখনোই আসেননি, তবে সর্বশেষ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করেছেন।

চলমান পৃষ্ঠা-০২

অভিযুক্ত কর্মচারীর বক্তব্য:

অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেনকে অত্র বিভাগীয় মামলার তদন্তের শুনানীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য ২১/০১/২০২৫ তারিখের ৪০.০১.৫৬০০.০০০.১০১.২৭.০০২.২৫.৬৭ নং স্মারকে শুনানীর নোটিশ তার কর্মস্থল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর এবং দাপ্তরিক নথিতে উল্লিখিত তার স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত তারিখে অভিযুক্ত কর্মচারী শুনানীতে উপস্থিত হননি এবং কোনও যোগাযোগও করেননি। পরবর্তীতে ১৭/১১/২০২৫ তারিখের ৪০.০১.৫৬০০.১০১.২৭.০০১.২৫.৭৭ নং স্মারকে শুনানীর ২য় নোটিশ ইস্যু করে অভিযুক্ত কর্মচারীর কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি কোন শুনানীতেই অংশগ্রহণ করেননি এবং অদ্যাবধি কোন যোগাযোগ করেননি। সার্বিক বিষয়ে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত কর্মচারী ইচ্ছাকৃতভাবেই তদন্ত কার্যক্রমে ও শুনানীতে অংশগ্রহণ করছেন না এবং সহযোগিতা করছেন না; বিধায় তার বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা:

আলোচ্য বিভাগীয় মামলার তদন্তকালে যাচাইকৃত নথিপত্র ও সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রমাণে প্রতীয়মান হয় যে, ২৫-০৪-২০২৪ হতে ২৫-০৮-২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত অভিযুক্ত কর্মকর্তার বহি:বাংলাদেশ ছুটি সমাপ্ত হলেও অধিদপ্তর কর্তৃক জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হওয়ার সময় এমনকী তদন্তকারী কর্মকর্তা (নিম্নস্বাক্ষরকারী) কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মচারীর কর্মস্থল উপমহাপরিদেশকের কার্যালয়, গাজীপুরে গত ০৭/০১/২০২৬ তারিখে সরেজমিনে দলিলাদি যাচাই ও সাক্ষ্যগ্রহণ পর্যন্ত তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। দলিলাদি যাচাইয়ে আরও প্রতীয়মান হয় যে, রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী অভিযুক্ত কর্মচারী বরাবর প্রেরণ করা হয়েছিল কিন্তু অভিযুক্ত কর্মচারী কোন জবাব প্রদান করেননি এবং শুনানীতে উপস্থিত হওয়ারও কোন আগ্রহ ব্যক্ত করেননি।

অভিমত:

দলিলাদি যাচাই ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহী, (সংযুক্ত- উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) মোতাবেক আনীত 'পলায়ন (desertion)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২/০২/২০২৬

মো. মোজাম্মেল হোসেন
উপমহাপরিদর্শক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ